

20894 - মূর্তি ভাঙার আবশ্যকতা

প্রশ্ন

ইসলামে প্রতীকিত ভাঙা কী আবশ্যিক; এমনকি সটো যদি মানব ঐতহিয ও সভ্যতার ঐতহিয হয় তবুও? সাহাবায়ে করোম যখন বিভিন্ন দশে জয় করলেন তখন তারা বজিতি দশেগুলোতে প্রতীকিতগুলো দেখে সত্বেও সগেলো ভাঙেননি কেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শরয়তিরে দললিগুলো মূর্তি ভাঙা আবশ্যিক হওয়ার সপক্ষে প্রমাণ বহন করে। এমন দললিগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১। আবুল হাইয়াজ আল-আসাদি (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আলী বনি আবু তালবে (রাঃ) আমাকে বললেন: “আমি কতিমাক সেরে কাজে পাঠাব না; যে কাজে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তুমি যত প্রতীকিত পাবে সগেলোকে নষ্ট করবে এবং যত উঁচু কবর পাবে সগেলোকে সমান করে দাবে।” [সহিহ মুসলিম (৯৬৯)]

২। আমর বনি আবাসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন: “আপনি কী নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন? তিনি বললেন: আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, মূর্তি ভাঙা এবং আল্লাহর এককত্ব প্রতিষ্ঠা ও তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা নিয়ে” প্রেরিত হয়েছি।” [সহিহ মুসলিম (৮৩২)]

মূর্তি ভাঙার আবশ্যকতা আরও তাগদিপূর্ণ হয় যখন আল্লাহর বদলে সেরে সব মূর্তির পূজা করা হয়।

৩। জারীর বনি আবদুল্লাহ আল-বাজালি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন: হে জারীর! তুমি আমাকে যুল খালাসা (এটি খাছাম গতোত্রে একটি ঘর যাকে ইয়ামনৌ কাবা ডাকা হত) থেকে প্রশান্তি দিতে পার না? তিনি বললেন: তখন আমি দৈশ অশ্বারোহী নিয়ে অভিযানে প্রস্তুত নলি। আমি আমার ঘোড়ার উপর স্থির থাকতে পারতাম না। এ বিষয়টি আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উল্লেখ করলাম। তখন তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার বুকে উপর আঘাত করলেন এবং বললেন: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا (হে আল্লাহ! তাকে স্থির রাখুন এবং পথপ্রদর্শক ও সুপথপ্রাপ্ত বানিয়ে দিন)। বর্ণনাকারী বললেন: জারীর (রাঃ) রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং গিয়ে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

সে কাবাক্কে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দলিলে / অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুসংবাদ দায়ের জন্য আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে পাঠালেন; যার কুনয়িত ছিল আবু আরতা / সেই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন: আমরা সেই মন্দরিটিকে এমন অবস্থায় রেখে আপনার কাছে এসেছি যেন সেটি রোগের কারণে আলকাতরা দোয়া (কালো) উট / তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহমাস গোট্ররে ঘোড়া ও বীরপুরুষদের জন্য পাঁচবার বরকতের দোয়া করলেন /”[সহিহ বুখারী (৩০২০) ও সহিহ মুসলিম (২৪৭৬)]

ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন:

এ হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে: যে জনিসি দ্বারা মানুষ ফতিনাগ্রস্ত হয় সেটি দূর করা শরয়ি বিধান; হোক সেটি কোন ভবন বা অন্য কিছু; যমেন- মানুষ, প্রাণী বা ঝড় পদার্থ।[সমাপ্ত]

৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালদি বনি ওয়ালদি (রাঃ) এর নতৃত্বকে উজ্জা নামক মূর্তিকে ধ্বংস করার জন্য অভিযান পাঠিয়েছিলেন।

৫। তনিসাদ বনি যায়দে আল-আশহালি (রাঃ) এর নতৃত্বকে মানাত নামক মূর্তিকে ধ্বংস করার জন্য অভিযান পাঠিয়েছেন।

৬। তনিআমর বনি আ’স (রাঃ) এর নতৃত্বকে সুআ’ নামক মূর্তিটি ধ্বংসের জন্য অভিযান পাঠিয়েছেন। এ সবগুলো অভিযান হয়েছে মক্কা বজিরে পর।

[‘আল-বদায়া ওয়ান নহিয়া’ (৪/৭১২, ৭৭৬, ৫/৮৩) এবং ড. আলী সাল্লাবীর রচিতি ‘আস-সরিতুন নাবাওয়য়িয়াহ’ (২/১১৮৬)]

ইমাম নববী ‘শারহে মুসলিম’ এ تصویر (প্রতীকিত্তি তরী, ছবি অংকন/নির্মাণ) সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

“আলমেগণ ইজমা করছেন যে, যটোর ছায়া আছে এমন ছবি তরী করা নষিদিধ এবং এটি বিকৃত করা আবশ্যিক।”[সমাপ্ত]

যে ছবিগুলোর ছায়া হয় সেগুলো তো এই মূর্তিগুলোর মত দহেরে অবকাঠামোবিশিষ্ট ছবিগুলো।

আর সাহাবায়ে কেরাম বজিতি দেশেসমূহে প্রতমাগুলো না ভাঙার যে কথা বলা হয় সেটি নিছক ভিত্তিহীন ধারণা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীবর্গ মূর্তি ও প্রতমা রেখে দায়ের কথা নয়। বিশেষতঃ যহেতে ঐ যামানায় এগুলোর পূজা করা হত।

যদি বলা হয়: তাহলে এই ফরোউনদের প্রতীকিত্তি, ফনিকীনদের প্রতীকিত্তি কিংবা অন্যান্য প্রতীকিত্তিগুলো বজি়ী সাহাবীগণ

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

কভিবে রেখে দলিনে?

জবাব হল: এই মূর্তিগুলোর ব্যাপারে তনিটি সম্ভাবনা রয়েছে:

এক. এ মূর্তিগুলো এত দূরবর্তী স্থানে ছিলি যে, সাহাবায়ে করোম সবে সব স্থানে পৌঁছনেনি। উদাহরণস্বরূপ সাহাবীদের মশির জয় করার মান এটা নয় যে, তারা মশিরের সকল স্থানে পৌঁছনেনি।

দুই. কথিবা সেই মূর্তিগুলো দৃশ্যমান ছিলি না। বরং সগুলো ফেরোউনদের ও অন্যদের বাসাবাড়ীর অভ্যন্তরে ছিলি। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ ছিলি জালমি ও শাস্তিপ্ৰাপ্তদের বাসস্থান অতিক্রমকালে দ্রুত গমন করা। বরং ঐ সমস্ত স্থানে প্রবশেরে ব্যাপারে নষিধোজ্জা এসছে। সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমিমে এসছে যে, “তোমরা শাস্তিপ্ৰাপ্তদের এলাকায় প্রবশে করলে কেবল করন্দনরত অবস্থায় প্রবশে করবে। যনে তাদেরকে যা পাকড়াও করছে তোমাদেরকে সেটা পাকড়াও না করে।” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজিরবাসীদের এলাকা অতিক্রম করাকালে এ কথা বলছেন। যটো ছিলি সালেহে আলাইহিসি সালামেরে কওম ছামুদ সম্প্রদায়ের বাসস্থান।

সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমিরে অপর এক রেওয়ায়েতে আছে: “যদি তোমাদেরে কান্না না আসে তাহলে এদেরে গৃহে প্রবশে করো না; যনে তাদেরকে যা পাকড়াও করছে তোমাদেরকে সেটা পাকড়াও না করে।”

সাহাবায়ে করোমেরে ব্যাপারে যে ধারণা রাখা যায় সেটা হল তাঁরা যদি এদেরে মন্দির বা বাড়ীঘর দেখেও থাকনে তারা সগুলোতে প্রবশে করেননি এবং এগুলোর অভ্যন্তরে যা রয়েছে সেসেব তারা দেখেননি।

এর মাধ্যমে সাহাবায়ে করোম কর্তৃক পরিমডি এবং এর মধ্যে যা কিছু ছিলি সগুলো ধ্বংস না করার যে আপত্তি আসতে পারে সেটোর জবাব হয়ে যায়। তবে এর সাথে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে যামানায় পরিমডিরে প্রবশেপথগুলো বালরি স্তূপ দিয়ে ঢাকা ছিলি।

তনি. বর্তমানে দৃশ্যমান মূর্তিগুলো তখন বালতি ঢাকা ছিলি, অদৃশ্য ছিলি কথিবা এগুলো নব আবধিক্ত কথিবা এগুলোকে অনেকে দূরবর্তী স্থান থেকে নিয়ে আসা হয়েছে; যে স্থানগুলোতে সাহাবায়ে করোম পৌঁছনেনি।

ইতিহাসবিদ যরিকিলকি পরিমডি ও আবুল হুল (একটি মূর্তির নাম) ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হয় যে, যে সকল সাহাবী মশির প্রবশে করছেন তারা কি এগুলোকে দেখেছেন? জবাবে তনি বলনে: এ মূর্তিগুলোর অধিকাংশই ছিলি বালতি ঢাকা।

বশিযেতঃ আবুল হুল।[শবিহু জায়রিতলি আরব (৪/১১৮৮)]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

যদি ধরে নেয়া হয় যে, কোন একটি মূর্তি দৃশ্যমান ছিল; বালতি ঢাকা ছিল না; সক্ষেত্রেও সাহাবীরা ঐ মূর্তটিকে দেখেছেন এবং তারা ঐ মূর্তটি ভাঙতে সক্ষম ছিলেন এটা সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যিক।

বাস্তবতা হচ্ছে কোন কোন মূর্তি ধ্বংস করতে সাহাবায়ে কেরাম অক্ষম ছিলেন। কেননা এ ধরণে কোন কোন মূর্তি ভাঙতে মশেনারি, যন্ত্রপাতি, বসিফোরক ও লোকবল থাকা সত্ত্বেও বিশদিনি সময় লগেছে; যগুলো সাহাবীদের যামানায় ছিল না।

সাহাবীরা যে এগুলো ভাঙতে অক্ষম ছিলেন এর প্রমাণ হল যা ইবনে খালদুন তাঁর ‘মুকাদ্দমি’-তে (পৃষ্ঠা-৩৮৩) উল্লেখ করেছেন যে, একবার খলিফা আর-রশাদি পারস্যের বাদশার প্রাসাদ ভাঙার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি সৈন্য ভাঙার কাজ শুরু করে দেন এবং এর লক্ষ্যে লোকবল জমায়তে করেন, কুঠার সংগ্রহ করেন, প্রাসাদটিকে আগুন উত্তপ্ত করেন, এর উপরে শরিকা ঢালেন। কিন্তু অবশেষে তিনি ব্যর্থ হন। এবং খলিফা মামুন মশিরের পরিামডিগুলো ভাঙার লক্ষ্যে হাত জড়ো করেন। কিন্তু তিনিও সক্ষম হননি।

আর মূর্তিগুলো না ভাঙার পক্ষে এ কথা বলে কারণ দর্শানো যে, এ মূর্তিগুলো মানব ঐতিহ্য- এমন কথার প্রতি দৃষ্টিপাতের সুযোগ নাই। কেননা লাত, উজ্জা, হুবাল, মানাত ও অন্যান্য মূর্তিগুলোর যারা পূজা করত কুরাইশরা কথিবা আরব উপদ্বীপের অন্যান্য লোকেরা তাদের নিকট এগুলো তো মানব ঐতিহ্যই ছিল।

এগুলো ঐতিহ্য ঠিকিই; কিন্তু হারাম ঐতিহ্য যা ধ্বংস করা ওয়াজবি। যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নরিদশে এসে যায় তখন একজন মুমনি দরী না করে সে নরিদশে পালন করে। এ সমস্ত দুর্বল যুক্তি দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশকে প্রত্যাখ্যান করে না। আল্লাহ তাআলা বলেন: “রাসূল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দবিনে, এই উদ্দেশ্য যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় তখন মুমনিদের কথা হয় এটাই: তারা বলে আমরা শুনছি ও মনে নিয়ে নিয়েছি। আর তাই সফলকাম।” [সূরা নূর, আয়াত: ৫১]

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন সকল মুসলমিকে তিনি যা পছন্দ করেন ও যতটুকু প্রতি তিনি সন্তুষ্ট তা পালন করার তাওফিক দেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।